[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জন। চলতি মাসে গতকাল পর্যন্ত এই কবরস্থানে ১৯৭টি লাশ দাফন করা হয়েছে।

তবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাতটি কবরস্থানের মধ্যে উত্তরা ৪ ও ১২ নম্বর সেক্টরের দুটি কবরস্থানে এপ্রিল ও মে মাসের দাফনের সংখ্যার মধ্যে খুব একটা তফাত হয়নি। কবরস্থান দুটিতে এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে তিনটি লাশ বেশি দাফন করা হয়েছে। উত্তরা ৪ নম্বর কবরস্থানে এপ্রিলে ১৯টি এবং মে মাসে ২০টি লাশ দাফন করা হয়। উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর কবরস্থানে এপ্রিলে ২১ এবং মে মাসে ২৩টি লাশ দাফন করা হয়। তবে উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের কবরস্থানে এপ্রিলে ছয়জনের লাশ দাফন করা হয়। কিন্তু মে মাসে দাফন করা হয়েছে ১২টি লাশ। চলতি মাসের ১৮ দিনে উত্তরা ১২ ও ৪ নম্বর সেক্টরে ১২টি করে লাশ দাফন করা হয়েছে।

বনানী কবরস্থানে এপ্রিল মাসে ৭১টি লাশ দাফন করা হলেও মে মাসে দাফন করা হয়েছে ৯৫টি। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে এপ্রিল মাসে দাফন করা হয়েছিল ১৫১ জনের লাশ। কিন্তু মে মাসে ২০৮ জনের লাশ কবরস্থ করা হয়েছে। চলতি মাসের গত ১৮ দিনে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়েছে ১৪৪টি।

এদিকে করোনাভাইরাসে মৃতদের রায়েরবাজার কবরস্থানে ৩১ মের আগে দাফন করা হয়নি বলে জানানো হলেও এই কবরস্থানেও মে মাসে আগের মাসের তুলনায় দাফনের সংখ্যা বেড়ে যায়। এপ্রিলে রায়েরবাজারে ১৬৬ জনের লাশ কবরস্থ করা হলেও মে মাসে সেই সংখ্যা ছিল ২৭২টি। এই মাসের গতকাল পর্যন্ত রায়েরবাজারে মোট ৩০০টি লাশ দাফন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৬০ জন করোনা আক্রান্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।

কালের কণ্ঠ’র অনুসন্ধানে কেন হঠাৎ দাফনের সংখ্যা বেড়ে গেল সে ব্যাপারে নানা মত পাওয়া গেছে। কবরস্থানে নিয়ে আসা লাশ দাফনের সময় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখানো বাধ্যতামূলক। তবে বাসায় মারা গেলে স্থানীয় কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে গেলে লাশ দাফনের সুযোগ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ কাউন্সিলর নিজের প্যাডে ‘স্ট্রোক’, ‘হার্ট অ্যাটাক’ এবং ‘স্বাভাবিক’ লিখে দেন। তবে মে মাসে চিকিৎসাকেন্দ্রের সনদের চেয়ে কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র দেওয়া অনেকটা বেড়েছে কবরস্থানগুলোতে। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জানা যায় না।

ডিএসসিসি ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন লালবাগের ১২৮/২ শহীদনগর

দ্বিতীয় গলির বাসিন্দা লাইলী মুন্সী গত ৯ মে মারা যান। তাঁর লাশ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করার জন্য তাঁর পরিবার ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র নেয়। সেখানে ‘স্বাভাবিক’ মৃত্যু হিসেবে উল্লেখ করেছেন স্থানীয় কাউন্সিরর। একইভাবে ডিএনসিসি ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছ থেকে একই ধরনের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় বাড্ডা এলাকার বাসিন্দা আছিয়া বেগমকে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে ‘বার্ধক্য’ উল্লেখ করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর।

প্রত্যয়নপত্র সম্পর্কে ডিএসসিসির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. মোকাদ্দেন হোসেন জাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘কেউ মারা গেলে আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে আমরা জেনে প্রত্যয়ন করি। করোনার লক্ষণ নিয়ে দিনে মারা গেলে আমরা নমুনা সংগ্রহ করাই। কিন্তু রাতে মারা গেলে কিছু করার থাকে না।’

হঠাৎ দাফনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নিয়ে কোনো ধরনের জরিপ বা গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি সরকারি কোনো দপ্তর বা সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে। ফলে কর্মকর্তারা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেননি। তবে কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে দাফন করা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক অশনাক্ত করোনা রোগী থাকতে পারেন বলে ধারণা কবরস্থান ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্তদের।

ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মমিনুর রহমান মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘দাফনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঠিক কারণ বলা কঠিন। তবে এ সময় অনেকে সঠিক চিকিৎসা নিচ্ছেন না বা চিকিৎসার সুযোগ কমে যাওয়া একটা কারণ হতে পারে।’

আজিমপুর কবরস্থানের সহকারী মোহরার মো. নূরুল হুদা কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘লাশ নিয়ে এলে কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র দেখে দাফনের অনুমতি দিই। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আমরাও জানতে পারি না। এত লাশ এর আগে আসত না।’

কবর খোঁড়ার দায়িত্বে থাকা মো. আশিকুর রহমান জুয়েল বলেন, ‘অনেক লাশ আসছে কবরস্থানে। আমি পাঁচ বছরের মধ্যে আগে এত লাশ দেখি নাই। লকডাউন (সাধারণ ছুটি) শুরুর পর থাইক্যা লাশের সংখ্যা বাড়ছে।’ সুত্র-কালের কণ্ঠ

উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি করল দুদক

স্বাস্থ্য খাতের সব ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি অনুসন্ধানে বৃহস্পতিবার চার সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি টিম গঠন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটির পরিচালক মীর জয়নুল আবেদীন শিবলীকে প্রধান করে গঠিত টিমের অন্য সদস্যরা হলেন- উপপরিচালক মো. নূরুল হুদা, সহকারী পরিচালক মো. সাঈদুজ্জামান নন্দন ও আতাউর রহমান।

টিম গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ যুগান্তরকে বলেন, অনুসন্ধানে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে তাদেরকেই আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, মাস্ক বা পিপিই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। যা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জীবনের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই এসব অভিযোগেরও প্রকৃত সত্য বের করতে এই টিম কাজ করবে। অনুসন্ধানে স্বাস্থ্য খাতের দুর্বিষহ চেহারাটাও বেরিয়ে আসবে বলে তিনি জানান।

দুদকের পরিচালক (জনসংযোগ) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য জানান, অনুসন্ধান শেষে তারা এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করবে। সূত্র-যুগান্তর

আমরাও যেন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে পারি: প্রধানমন্ত্রী

নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহারে যুদ্ধজাহাজ তৈরির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, আগামীতে আমরাও যেন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে পারি সে চিন্তা আমাদের করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের নিজেদের প্রয়োজন ছাড়াও এ ধরনের জাহাজ যেন আমরা

বিদেশে রফতানি করতে পারি, সেভাবে আমাদের কাজ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বানৌজা ‘সংগ্রাম’র কমিশনিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বানৌজা ‘সংগ্রাম’র কমিশনিং করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, নৌবাহিনীকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। আমরা আরও সুযোগ-সুবিধা দেব। বিশ্বের উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রযুক্তি জানতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল; কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তি (করোনাভাইরাস) এসে সব উন্নয়ন অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। উন্নত ও খুব শক্তিশালী এবং অতিদরিদ্র সবার একই অবস্থা সৃষ্টি করেছে এই অদৃশ্য শক্তি। এর বিরুদ্ধে কেউ লড়তে পারছে না। তিনি নৌবাহিনীর সব সদস্যকে সুরক্ষিত থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শান্তি চাই। সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। বঙ্গবন্ধুর এই নীতিতে আমরা বিশ্বাসী।

সরকারপ্রধান বলেন, আমরা বিশাল সমুদ্রসীমা অর্জন করেছি। সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমরা দেশের উন্নয়ন করতে চাই। তিনি আশা করেন, এ ক্ষেত্রে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চীনের তৈরি বানৌজা সংগ্রাম-এর দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার এবং প্রস্থ ১১ মিটার। এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৫ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। শত্রু বিমান, জাহাজ এবং স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম জাহাজটি আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কামান, ভূমি থেকে আকাশে এবং ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, অত্যাধুনিক থ্রিডি রাডার, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, রাডার জ্যামিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত।

জাহাজটিতে হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য ডেক ল্যান্ডিংসহ অন্যান্য সুবিধাদি রয়েছে।

গভীর সমুদ্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মোতায়েনযোগ্য এ জাহাজর মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকায় অনুপ্রবেশ ঠেকানো, চোরাচালান ও জলদস্যুতা

রোধ, সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা, সমুদ্র অর্থনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্লকসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সূত্র-যুগান্তর

দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু ৩৮, আক্রান্ত ৩৮০৩

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৮ জন। এ নিয়ে সর্বমোট মারা গেলেন এক হাজার ৩৪৩ জন।

বৃহস্পতিবার বিকালে কোভিড-১৯ রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরে অনলাইন সংবাদ ব্রিফিংয়ে এমন তথ্য দেয়া হয়েছে।

অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক(প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত একদিনে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার ৮০৩ জন। শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

এ নিয়ে ভাইরাসটিতে সর্বমোট আক্রান্ত হলেন এক লাখ দুই হাজার ২৯২ জন। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৩৪৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আর পরীক্ষা হয়েছে ১৬ হাজার ২৫৯টি। এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে পাঁচ লাখ ৬৭ হাজার ৫০৩টি নমুনা।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হওয়ার পর ওই মাসের শেষ দিকেই দেশজুড়ে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সব কিছু বন্ধ করে দেয় সরকার। যা চলে টানা দুই মাস।

৩১ মে সাধারণ ছুটি শেষ হওয়ার কিছু দিন আগে ঈদ সামনে রেখে বিধিনিষেধ শিথিল করে বিপণিবিতান ও দোকানপাট খুলতে শুরু করার পর বাড়তে থাকে সংক্রমণ।

১ জুন থেকে অফিসের পাশাপাশি গণপরিবহনও চালু হওয়ার পর প্রায়

প্রতিদিনই করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত ও এতে মৃত্যুর রেকর্ড হচ্ছে বাংলাদেশে।

এই কয়েক দিনে মৃত্যুও বেড়েছে কয়েক গুণ। বুধবার প্রথমবারের মতো করোনা সংক্রমনের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে। এর আগের দিন এই সংখ্যাটা ছিল তিন হাজার আটশ ৬২ জন। সূত্র-যুগান্তর

দেশে একদিনে রেকর্ড করোনা রোগী শনাক্ত, মৃত্যু ৪৩

দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ডসংখ্যক করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছে ৪ হাজার ৮ জন। করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪৩ জনের এবং সুস্থ হয়ে উঠেছে ১ হাজার ৯২৫ জন।

আজ বুধবার দুপুর আড়াইটায় মহাখালী থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

তিনি বলেন,‘আমরা গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৯টি পরীক্ষাগারে নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১৮ হাজার ৯২২টি। আর নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৭ হাজার ৫২৭টি। মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৫ লাখ ৫১ হাজার ২৪৪টি। ২৪ ঘণ্টায় এই সংগৃহীত নমুনা থেকে শনাক্ত রোগী পেয়েছি ৪ হাজার ৮ জন। এ পর্যন্ত শনাক্ত ৯৮ হাজার ৪৮৯ শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৮৭ শতাংশ।’

অধ্যাপক নাসিমা বলেন, ‘২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছে ১ হাজার ৯২৫ জন। মোট সুস্থ হয়েছে ৩৮ হাজার ১৮৯ জন। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণ করেছে ৪৩ জন। এ পর্যন্ত মৃত্যু দাঁড়ালো ১ হাজার ৩০৫ জন। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ। মৃত্যু বিশ্লেষণে পুরুষ ২৮ জন এবং নারী ১৫ জন।’

advertisement
বয়স বিশ্লেষণে করে তিনি বলেন, ‘০ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১ জন, ১১ থেকে ২০ বছর ১ জন, ২১ থেকে ৩০ বছর ১ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছর ৪ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছর ৪ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছর ৯ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছর ১২ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছর ৯ জন এবং ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ২ জন মারা গেছে।’

‘তাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ২ জন এবং রংপুর বিভাগে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের মধ্যে হাসপাতালে ২৭ জন, বাসায় ১৫ জন মারা গেছে এবং ১ জন হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছে’ বলেও জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক।

এর আগে মঙ্গলবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৮৬২ জন, মারা যায় ৫৩ জন। তার আগের দিন সোমবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৯৯ জন, মৃত্যু হয় ৩৮ জনের।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রথম শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর গত ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে দিনে দিনে এর সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে।

মানুষের জীবন বাঁচাতেই কিছু জায়গায় শর্ত শিথিল করা হয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মানুষের জীবন বাঁচাতেই কিছু জায়গায় শর্ত শিথিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষের কষ্ট লাঘবেই শর্ত শিথিল করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার উদ্যোগ নিতে হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি- একনেক সভায় একথা বলেন তিনি।

কোভিড-১৯ এর সাবধানতায় পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি ভবনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ভিন্ন আঙ্গিকে। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রী ও সচিবসহ সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা সম্মেলন কক্ষ থেকেই অংশ নেন।
পরে বৈঠকের খুঁটিনাটি নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পরিকল্পনামন্ত্রী। জানান, ৭ মন্ত্রণালয়ের ১০ প্রকল্পে ১৬ হাজার ২৭৬ কোটি ৩ লাখ টাকা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ সময় হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতের তাগিদও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্র-যুগান্তর

‘রেড জোনে’ সেনা টহল জোরদার হচ্ছে

কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকির বিবেচনায় ‘রেড জোন’ হিসেবে চিহ্নিত করে দেশের যেসব অঞ্চলে জনসাধারণের চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সেসব এলাকায় সেনা টহল জোরদার করা হচ্ছে। এ তথ্য নিশ্চিত করে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) মঙ্গলবার এক বার্তায় বলেছে, রেড জোনসমূহে সরকারি নির্দেশনাবলি যথাযথ পালনের উদ্দেশ্যে সেনা টহল জোরদার করা হচ্ছে।

সরকার রাজধানীর ৪৫ এলাকাকে ‘রেড জোন’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যদিও সব প্রস্তুতি সেরে সেসব এলাকা অবরুদ্ধ করতে আরও সময় লাগবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আইএসপিআরের পরিচালক আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ জানান, সেসব স্থানে রেড জোন হবে, সেসব স্থানে সরকারের অন্যান্য প্রশাসনের সঙ্গে সমম্বয় করে এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে সেনাবাহিনী।

তিনি বলেন, ‘রেড জোন’ হিসেবে চিহ্নিত প্রতিটি এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সেনাবাহিনী কাজ করবে।

সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা নির্দেশনায় রেড ও

রমনা, সূত্রাপুর, মালিবাগ, কোতোয়ালি, টিকাটুলী, মিটফোর্ড, শাহজাহানপুর, মতিঝিল, ওয়ারী, খিলগাঁও, পরীবাগ, কদমতলী, সিদ্ধেশ্বরী, লক্ষ্মীবাজার, এলিফ্যান্ট রোড, সেগুনবাগিচা।

ঢাকা উত্তর: বসুন্ধরা, গুলশান, বাড্ডা, ঢাকা সেনানিবাস, মহাখালী, তেজগাঁও, রামপুরা, আফতাবনগর, মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর, মগবাজার, এয়ারপোর্ট, বনশ্রী, রায়েরবাজার, রাজাবাজার, উত্তরা, মিরপুর। সূত্র-যুগান্তর

সম্পূরক বাজেট পাস হচ্ছে আজ

বিদায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে জাতীয় সংসদে। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। আলোচনা শেষে আজই সম্পূরক বাজেট পাস হবে।

রোববার সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা শুরুর কথা থাকলেও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে সংসদে উত্থাপিত শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা এবং রেওয়াজ অনুযায়ী বৈঠক মুলতবি করার কারণে সেটি হয়নি। ফলে সোমবার একদিনের মধ্যে আলোচনা ও সম্পূরক বাজেট পাস হচ্ছে।

গত ১১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের সাধারণ বাজেট পেশ হয়। একই সঙ্গে পেশ হয় চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট।

২০১৯-২০ অর্থবছরের মূল বাজেটের আকার ছিল ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। সংশোধনে তা ৫ লাখ ১ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে আগামী এক বছরের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এটি ৩০ জুন পাস হওয়ার কথা রয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

দেশে একদিনেই সুস্থ ১৫ হাজারের বেশি কোভিড রোগী

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায়১৫ হাজার ৩০৩ জন কোভিড রোগী সুস্থ হয়েছেন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩৪ হাজার ২৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩৪ হাজার ২৭ জন। গতদিনের তুলনায় আজকের সুস্থতার হার অনেক বেশি। সে হিসাবে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৫ হাজার ৩০৩ জন।

কারণ হিসেবে ডা. নাসিমা বলেন, আজকে যারা সুস্থ হয়েছেন তারা শুধু হাসপাতালেই নয়, বাসায় এবং যারা উপসর্গবিহীন ছিলেন তারা সবাই এই সংখ্যার মধ্যে যোগ হয়েছেন। এই তথ্য আমাদের আইইডিসিআর দিয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩ হাজার ৯৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৯০ হাজার ৬১৯ জন।

এই সময়ে আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ২০৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

ব্রিফিংয়ে ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ হাজার ৭৩৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৯৯ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৯০ হাজার ৬১৯ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৬১ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩২ জন ও নারী ৬ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১৭১ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৫ জন এবং ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৫ জন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৮ জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, সিলেটে ৬ জন, বরিশালে একজন ও রংপুরে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২৫ ও বাড়িতে ১১ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন ২ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

ফের বাড়ল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি

বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি আগামী ৬ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল খায়ের সোমবার যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে করোনা সংকটের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি কয়েকদফা বাড়ানো হয়। সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়িয়ে ১৫ জুন পর্যন্ত করা হয়। এখন তা বাড়িয়ে ৬ আগস্ট পর্যন্ত করা হলো।

দেশের করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ পরিস্থিতিতে সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মারা গেছেন এক হাজার ২০৯ জন।

একই সময়ে নতুন করে আরও ৩ হাজার ৯৯ জনের মধ্যে করোনার সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। এতে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০ হাজার ৬১৯ জনে। সূত্র-যুগান্তর